শ্রীভগবানের কৃপার মূর্ত্তি। সাধুসঙ্গই শ্রীভগবৎকৃপা; হে নাথ! তোমার যে অনুগ্রহ প্রাপঞ্চিক জীবে প্রকাশ পায়, সেটি সাধুসঙ্গ আকারেই প্রকটিত হয়েন; অন্য কোনপ্রকারে প্রাপঞ্চিক জীবে তোমার কৃপা প্রকাশ পায় না। রুদ্রগীতে প্রচেতাগণের নিকটে ভগবান শ্রীশিবও বলিয়াছেন—হে নাথ! যে জন তোমার চরণমূলে প্রবেশ করে, তাহাদের কৃতান্ত (যম) হইতে কোনও ভয় থাকে না—ইহার অধিক লাভ কি? যেহেতু তোমার ভক্তসঙ্গই পুরুষার্থসমূহের মস্তকে অতিশয়রূপে নৃত্য করিয়া থাকে, তোমার চরণে যাহাদের গভীরতম আসক্তি, তাহাদের সঙ্গের লবের সহিত স্বর্গমোক্ষের তুলনা করা যায় না। এই বলিয়া স্তব করতঃ বলিয়াছিলেন—

অথানঘাঙ্ঘ্রে স্তব কীর্ত্তিতীর্থয়োরন্তর্ব্বহিঃ স্নানবিধূতপাপ্মনাম্।
ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব॥

হে নাথ! যে তোমার চরণযুগল সর্ব্বপাপহারী, সেই তোমার কীর্ত্তি ও তীর্থে অন্তরে বাহিরে স্নান করিয়া যাহাদের নিখিল পাপ বিধূত হইয়াছে, অতএব প্রাণিমাত্রের প্রতি কৃপা এবং সারল্য প্রভৃতি গুণে যাহারা বিভূষিত, তাহাদিগের সঙ্গই তোমার অনুগ্রহ; অর্থাৎ তোমার ভক্ত-সঙ্গই তোমার অনুগ্রহ। কেহ "স্বয়ং সমুত্তীর্য্য" ইত্যাদি শ্লোকে "সদনুগ্রহো ভবান্" এই পদের "সন্তএব অনুগ্রহো যস্য" অর্থাৎ সাধুগণই যাঁহার অনুগ্রহ—এইরূপ ব্যাখ্যায় তৃপ্ত না হইয়া "সৎসু অনুগ্রহো যস্য" অর্থাৎ সাধুগণে অনুগ্রহ যাহার—এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও সাধুগণই অনুগ্রহ, কিন্তু ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ অসাধুগণে তোমার অনুগ্রহ নাই—এইরূপ অর্থ সহজেই পাওয়া যায়। সে ব্যাখ্যাতেও সাধু দ্বারাই ভগবৎ-কৃপা প্রকাশ পাওয়া উচিত—এইপ্রকার তাৎপর্য্যই প্রকাশ পায়। মোক্ষধর্ম্মবচনেও দেখা যায়—

জায়মানং হি পুরুষং পশ্যেদ্ যং মধুসূদনঃ।
সাত্ত্বিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভবেন্মোক্ষার্থনিশ্চিতঃ॥

দেহধারী যে পুরুষকে ভগবান মধুসূদন দর্শন করেন, বুঝিতে হইবে সেই পুরুষ সাত্ত্বিক এবং নিশ্চয় মুক্তিলাভ করিবে। এ বচনটিতেও সৎসঙ্গলাভের পর যে জন জন্মগ্রহণ করে, সেই জন্মকে লক্ষ্য করিয়াই এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। ১০।২।১৮০।

ততঃ সৎসঙ্গহেতুশ্চ সতাং স্বৈরতয়া নতু হেত্বন্তরপ্রযুক্ততয়েত্যর্থঃ। যদৃচ্ছা স্বৈরতেত্যমরঃ। সৎসু পরমেশ্বরপ্রয়োক্তৃত্বঞ্চ সদিচ্ছানুসারেণৈব। তদুক্তং, স্বেচ্ছাময়স্যেতি অহং ভক্তপরাধীন ইতি চ॥ ১১॥২॥ শ্রীনারদঃ॥ ১৮১॥